আর্ট

অন্নদাশঙ্কর রায়

পুনশ্চ

কলকাতা ১০

আর্ট কী ও কী নয় / ৯
লক্ষ্য এবং উপলক্ষ /১৩
আর্টের মূল্য /১৭
মুখ্য আর গৌণ /২১
রস আর আলো /২৪
রস আর রূপ /২৮
অন্তঃসার /৩২
অন্তঃসৌন্দর্য /৩৬
বাহির ও ভিতর /৩৯
অখণ্ডদৃষ্টি /৪৩
গতি ও স্থিতি /৪৭
আর্ট কি স্বাধীন /৫১
সৃষ্টির স্বাধীনতা /৫৫
নিষিদ্ধ সৃষ্টি /৫৯
সোনার জহুরী /৬৩
আর্টের উদ্দেশ্য /৬৭
আর্টের খাতিরে আর্ট /৭১
বিশুদ্ধ আর্ট /৭৫
আধুনিক না আদিম /৭৯
মায়া ও সত্য /৮৩
যেমনটি তেমনটি /৮৭

আর্ট কী ও কী নয়

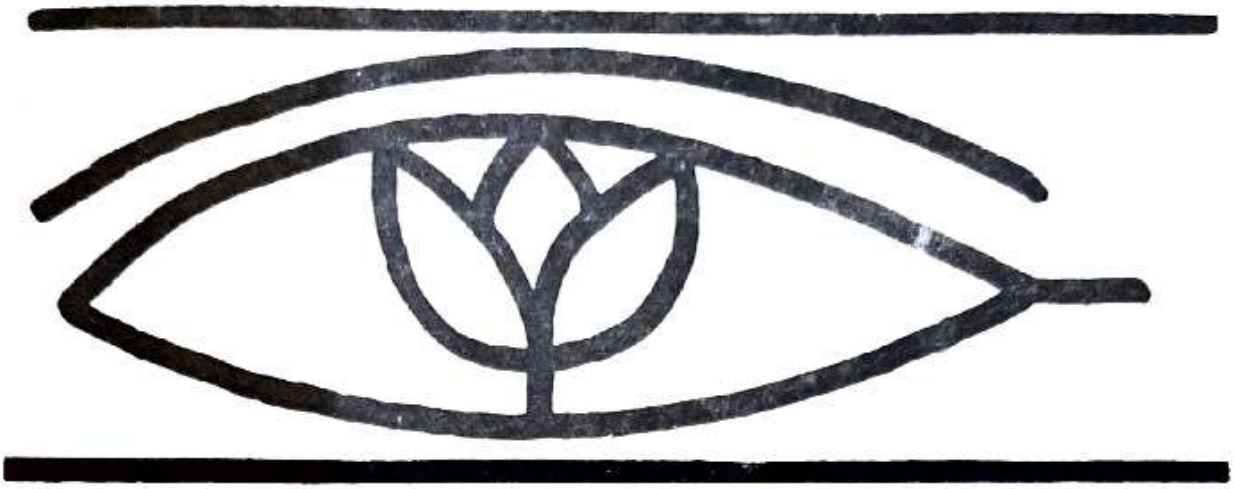

লেখার ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি পড়ছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন। গানের ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি শুনছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন। ছবির ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি দেখছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন।

আরো আছে। কিন্তু যে কথাটা বোঝাতে চাই সেটা এই যে একটা না একটা ছলে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি আর তিনি আমাকে পাচ্ছেন। আমার পক্ষে এই দেওয়াটা আনন্দের, তাঁর পক্ষে ঐ পাওয়াটা আনন্দের। দেওয়া ও পাওয়ার এই যে ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম এরই নাম আর্ট। এও আনন্দের।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি রান্না একটা আর্ট। অযথা নয়। রান্নার ভিতর দিয়ে একজন তার আপনাকে দিতে পারে, যে খায় সে তাকে পেতে পারে। দেওয়া ও পাওয়ার এটাও একটা ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম। স্যাকরা যে গয়না গড়ে, ধোপা যে কাপড় কাচে, গাড়োয়ান যে গাড়ী হাঁকায়, পসারিনী যে পসরা হাঁকে, এদের এক একটি ছলে আপনাকে দেওয়া, আপনার পরিচয় দেওয়া, এক একটি আর্ট বলে গণ্য হতে পারে। যদিও হয় না।

বস্তুত মানুষের আপনাকে দেওয়ার অন্ত নেই, পরকে পাওয়ার অন্ত নেই, দেওয়া ও পাওয়ার ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম অনন্ত অজস্র। আমার এক কালে দুরভিলাষ ছিল যে আমার প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাজ ও অকাজ, প্রত্যেকটি হাসি ও কান্না, প্রত্যেকটি চিন্তা ও বাক্য আর্ট হবে। আমি যখন মরব তখন লোকে বলবে, অমন করে মরাটাও একটা আর্ট। এখন ততবড়ো দুরভিলাষ নেই, তবু এখনো আমি বিশ্বাস করি যে মোটের উপর জীবনটা একটা আর্ট। ঠিকমতো বাঁচতে পারাটা একটা আর্ট। তা যদি হয় তবে জীবনের ছোট বড়ো অনেক ব্যাপার আর্ট হতে পারে। তাস খেলাও একটা আর্ট, চুকলি করাও তাই। ঢিল মেরে আম পাড়াও একটা আর্ট, ফাঁদ পেতে প্রজাপতি ধরাও তাই। গম্ভীর ভাবে যোগাসনে বসে মেয়েদের দিকে আড়চোখে চাওয়াও একটা আর্ট, পাগলা ষাঁড়ের

তাড়া খেয়ে দিব্যি সরে পড়াও তাই। এসব উপলক্ষেও মানুষ তার আপনাকে দিচ্ছে, আপনার পরিচয় দিচ্ছে। হয়তো কেউ লক্ষ করছে না, কিন্তু করতে তো পারত। লক্ষ করলেই পরিচয় পেত। সব সময় কল্পনা করতে হয় যে কেউ একজন লক্ষ করছেন। আর কেউ না করলেও, অন্তর্যামী ভগবান।

আর্ট কথাটা আমাদের ভাষার নয়। এক ঠিকঠিক প্রতিশব্দ নেই। তবে কলা কথাটা যদি হাস্যকর না হতো তা দিয়ে আর্টের কাজ চলত। হাস্যকর হয়েই মাটি করেছে। ধরুন, আমি যদি নিরীহভাবে বলি, আপনার লেখায় কলা আছে, হনুমানেরা আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। জীবনটা একটা কলা শুনলে হনুমানেরা ঠাওরাবে আমিও তাদের একজন। সেই ভয়ে আমি ইংরেজী আর্ট কথাটাকে আসরে নামালুম। শিল্প এক্ষেত্রে অচল, কেননা ছলার সঙ্গে কলার নিকট সম্পর্ক, শিল্পের মধ্যে একটা আয়াসের ভাব। আর্টিস্টকে আমরা শিল্পী বলে অনুবাদ করে থাকি, কিন্তু ওর চেয়ে খাঁটি অনুবাদ কলাবৎ বা কলাবতী।

আর্ট কথাটার মস্ত দোষ এই যে আর্ট বলতে যার যা খুশি সে তাই বোঝে। ইদানীং সাহিত্য শব্দটাও পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। সাহিত্যসম্মেলনে বিজ্ঞানশাখা ইতিহাসশাখা দেখে ভ্রম হয় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বুঝি সাহিত্যের শাখা। যাদের মাথা এত পরিষ্কার তাদের কেউ যদি ধর্মকেও আর্টের আমলে আনে কিংবা আর্টকেও ধর্মের আমলে তবে নালিশ করতে পারিনে। শুধু চতুরাননকে স্মরণ করে নিবেদন করতে পারি, শিরসি মা লিখ। অধুনা চণ্ডীমণ্ডপের সমাজপতিরা যদিবা চুপ করেছেন তাঁদের চাদর পড়েছে মস্কো মণ্ডলের সমাজতন্ত্রীদের কাঁধে। আর্ট এবং মার্ক্স কথিত সুসমাচার যে এক এবং অভিন্ন হওয়া উচিত, না হলে বুর্জোয়া বলে বর্জনীয় হওয়া বিধেয়, আধুনিক ভাটপাড়া থেকে এই জাতীয় পাঁতি দেওয়া হচ্ছে। আর্ট যে একপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা, প্রোপাগাণ্ডা যে একপ্রকার আর্ট, অপোগণ্ডরা সহজেই তা মেনে নিচ্ছে। না নেবেই বা কেন ? তাদের পূর্বপুরুষরা যে আবহমানকাল দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারকে মঙ্গলকাব্য বলে মেনে এসেছে।

আর্ট কী তার একটা আভাস দিয়েছি, সংজ্ঞা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। আর্ট কী নয় তার এবার একটা ইঙ্গিত দিই।

আমার অনেক লেখা আছে, সব লেখার ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিইনি। বৈষয়িক চিঠিপত্র, মামলার রায়, পরিদর্শনের মন্তব্য, তদন্তের রিপোর্ট এসব লেখা আর্ট নয়। যদিও তাদের কোথাও কোথাও হয়তো আমার সাহিত্যিক রুচির ছাপ আছে।

যেমন সব প্রেম প্রেম নয়, তেমনি সব লেখা আর্ট নয়। প্রতিদিন রাশি রাশি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, আরো কত অপ্রকাশিত থাকছে। সব যদি আর্ট হতো তবে আনন্দের বিষয় হতো, কিন্তু বিষয়কর্ম চলত না। কোম্পানী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে বারো ভোল্ট্ ব্যাটারী দিতে পারবে না। আমি যদি এর উত্তরে একটা কবিতা কি প্রবন্ধ লিখে

পাঠাই তা হলে কোম্পানী আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবে। সব লেখা আর্ট নয়, তাই বাঁচোয়া। নইলে কোম্পানী আমাকে একটা ছোট গল্প পাঠিয়ে বলত এই তার পাল্টা জবাব। তখন আমি মনের ঘেন্নায় লেখা ছেড়ে দিতুম।

পৃথিবীতে তিন ভাগ জল যেমন সত্য জীবনে বারো আনা বিষয়কাজ তেমনি। বিষয়কাজের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ সদরের সঙ্গে অন্দরের। আমার বিহার উভয়ত্র। আমি নভেলও লিখি, রিপোর্টও লিখি। কিন্তু অন্দরকে যেমন সদর বলে ভ্রম করিনে তেমনি নভেলকে রিপোর্ট বলে। কিংবা রিপোর্টকে নভেল বলে। সব লেখা আর্ট নয়। কারণ সব লেখায় আমি আমার আপনাকে দিতে পারিনে, দেবার ছল পাইনে। ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর, জীবনে এ রকম নিত্য ঘটে না। ঘটে হয়তো ক্বচিৎ। যদি কেউ ঘরে-বাইরের ভেদ তুলে দেন তবে তাঁর জীবনটা হাট হয়ে উঠবে। লেখার থেকে আর্ট উঠে যাবে।

যেমন সব লেখা আর্ট নয় তেমনি সব গান আর্ট নয়, সব ছবি আর্ট নয়, সব রান্না আর্ট নয়, সব কান্না আর্ট নয়, সব চুল ছাঁটা আর্ট নয়, সব হাত সাফাই আর্ট নয়। দেখতে হবে কিসে মানুষ তার আপনাকে দিয়েছে, দেবার ছল পেয়েছে। কিসে দেয়নি, দেবার ছল পায়নি। সেই অনুসারে স্থির করতে হবে কোনটা আর্ট, কোনটা আর্ট নয়।

আমি চুল ছাঁটাকেও আর্টের মধ্যে ধরেছি, পকেট কাটাকেও। কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন বা ইতিহাসকে ধরতে রাজি নই। এর কারণ আমি সাম্রাজ্যবাদী নই, স্বরাজ্যবাদী। বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব এরা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। আর্টও স্বতন্ত্র। পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে, না থাকলে অস্বাভাবিক হতো। কিন্তু যা আর্ট নয় তাকে আর্টের সীমানার ভিতর পুরলে আর্ট বেচারী কোণ-ঠাসা হয়, তার পা ছড়াবার ঠাঁই থাকে না। আবার উল্টো বিপত্তি ঘটে যখন আর্টের উপর ফরমাস পড়ে বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক হবার। বিজ্ঞানকে বা ধর্মকে আত্মসাৎ করতে গিয়ে আর্ট তাদেরই উদরসাৎ হয়। আজকাল সমাজকে নিয়ে আর্টের এই বিপত্তি।

তবে আর্ট ও আর্ট-নয়ের মাঝখানে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমান্তরেখা নেই। যে রেখা নেই তাকে গায়ের জোরে টানতে গেলে দ্বন্দ্ব বাধে। উপনিষদ্ পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয়েছে যা পড়ছি তা কাব্য। প্লেটোর রচনা পড়ে বুঝতে পারিনি কেন আর্ট নয়। বাইবেলের যেখানে সেখানে কবিতার কণা ছড়ানো। এসব উড়িয়ে দেবার যো নেই। অথচ একথা কখনো মানতে পারিনে যে ধর্মগ্রন্থের বাইরে দর্শনগ্রন্থের বাইরে আর্ট নেই বা থাকলেও নিচু দরের আর্ট। আসল কথা, কোথায় আর্ট শেষ হয়ে দর্শন আরম্ভ হয়েছে, কোথায় ধর্ম শেষ হয়ে আর্ট আরম্ভ হয়েছে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। কেউ কি বলতে পারে কোনখানে হেমন্তের সারা, শীতের শুরু? কোনখানে বসন্তের শুরু, শীতের সারা?

সীমানার গোলমাল চিরদিন থাকবে, জোর করে বেড়া দিলে বেড়া টিকবে না। তা বলে যদি কেউ মনে করেন যার নাম বিজ্ঞান তারই নাম ধর্ম, যার নাম ধর্ম তারই নাম

দর্শন, যার নাম দর্শন তারই নাম ইতিহাস, যার নাম ইতিহাস তারই নাম সমাজতত্ত্ব, যার নাম সমাজতত্ত্ব তারই নাম আর্ট, তবে সেই অদ্বৈতবাদীকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে বলব। সীমানার বিবাদ হাজার বার সইব, কিন্তু এই হবুচন্দ্রের বিচার একবারও না। কোনখানে ব্যবধান তা যদিও স্পষ্ট নয় তবু ব্যবধান তো সত্য। ব্যবধানের সত্যতা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হয়।

যা আর্ট তা আছে। যা আর্ট নয় তাও আছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ, তাও আছে। প্রভেদের অস্পষ্টতা, তাও আছে। সুতরাং তর্কের অবকাশ চিরকাল। তাতে আমার ক্ষোভ নেই। আমার লেখা যদি আর্ট হয়, আমার আর্ট যদি সত্য হয়, তবে সত্যের জোরে নিজের স্থান করে নেবে, তর্কের জোরে নয়, তত্ত্বের জোরে নয়। কিন্তু সম্প্রতি একটা ধারণা আর্টিস্টদের নিজেদেরই মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন যে আপনাকে দেওয়াটা কোনো কাজের নয়, যে ছলে দেওয়া যায় সেটাও বাজে, দিতে হবে এমন কিছু যাতে সমাজের প্রত্যক্ষ প্রগতি হয়, তা দিলেই আর্ট হবে, না দিলে আর্ট হবে না। এই ধারণা যে একটা কুসংস্কার—একটা নতুন কুসংস্কার—এ জ্ঞান একদিন ফিরবে তাঁদের যাঁদের ভিতরে কিছু আছে। অন্তরের মূল্যই আর্টের পরম মূল্য, বাইরের মূল্য তাকে মূল্য দিতে পারে না। আর্ট একটা ছল, একটা উপলক্ষ, একটা মাধ্যম। সমাজ-প্রগতির হেতু বা নিমিত্ত নয়। সে কাজ অন্য লেখার, অন্য ছবির, অন্য গানের।

(১৯৪৪)

লক্ষ্য এবং উপলক্ষ

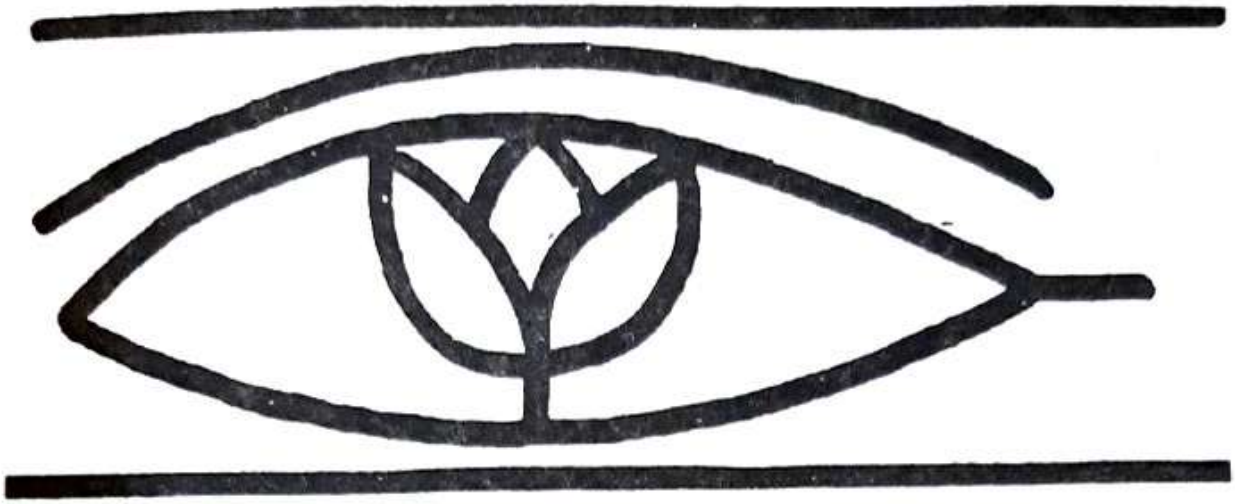

আমার কিছু দেবার আছে। না দিয়ে আমার শান্তি নেই। যত দিন আমি না দিয়েছি তত দিন আমার অন্তর আকুল, আমার অন্তর উদ্বেল। হয়তো শুধু এই জিনিসটি দিয়ে যাবার জন্যেই আমি জন্মেছি, মরার আগে না দিয়ে যাই তো জীবন বৃথা। কে জানে হয়তো আবার জন্মাতে হবে কেবল এই অঞ্জলি অর্পণ করবার জন্যেই, এই ভার থেকে মুক্ত হবার জন্যেই। মুক্তির যেন আর কোনো অর্থ নেই, মুক্তি বলতে বুঝি এই দায় থেকে মুক্তি। এই বোঝা আমার নামবে যেদিন সেদিন আমার কী উল্লাস, কী সোয়াস্তি !

তার পর দেখা যাবে আমার দানের ভিতর দিয়ে আমি আপনাকে দিয়ে গেছি। একখানি উপন্যাসের কি একটি কবিতার ভিতর দিয়ে আমার পরিপূর্ণ পরিচয় জানিয়ে গেছি। দৃশ্যত ওখানি একখানি উপন্যাস বা ওটি একটি কবিতা। কিন্তু অদৃশ্যত আমার আপনা।

সেইজন্যেই বলেছি, আর্ট একটা ছল, একটা উপলক্ষ, একটা মাধ্যম। ওর আড়ালে রয়েছে আরো এক ব্যাপার। দেওয়া আর পাওয়া। জানা আর জানানো। যে দিচ্ছে তার নাম লেখক বা গায়ক বা চিত্রকর। এক কথায় আর্টিস্ট। কিন্তু ঐ নামের অন্তরালে রয়েছে আরো একজন, সে দাতা। সে জ্ঞাপক। লেখক নামে আমি সাধারণের পরিচিত। কিন্তু ঐ কি আমার পরম পরিচয় ? আমি যে ওর চেয়ে অনেক বড়ো, ওর চেয়ে অনেক উঁচু। আমি যে দাতা। আমি আত্মদা। লেখাটা আমার ছল, যে ছলে আমি আপনাকে দিই।

তেমনি যিনি পাচ্ছেন তাঁর নাম পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক বা এক কথায় রসিক। যিনি রসের আস্বাদন করেন। যিনি উপভোক্তা। কিন্তু ঐ নামের অন্তরালে আছেন আরো একজন, তিনি জ্ঞাতা। তিনি গ্রহীতা। পাঠক নামে আপনি লাইব্রেরী মহলে পরিচিত। কিন্তু ঐ কি আপনার চূড়ান্ত পরিচয় ? ওর চেয়ে যে আপনি অনেক বৃহৎ, অনেক মহৎ। আপনি যে গ্রহীতা। গ্রহণ করেন একজনের আত্মদান। বইখানা তো একটা উপলক্ষ, একটা মাধ্যম। আপনি যে জ্ঞাতা। জ্ঞাত হন একজনের অন্তর।